ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

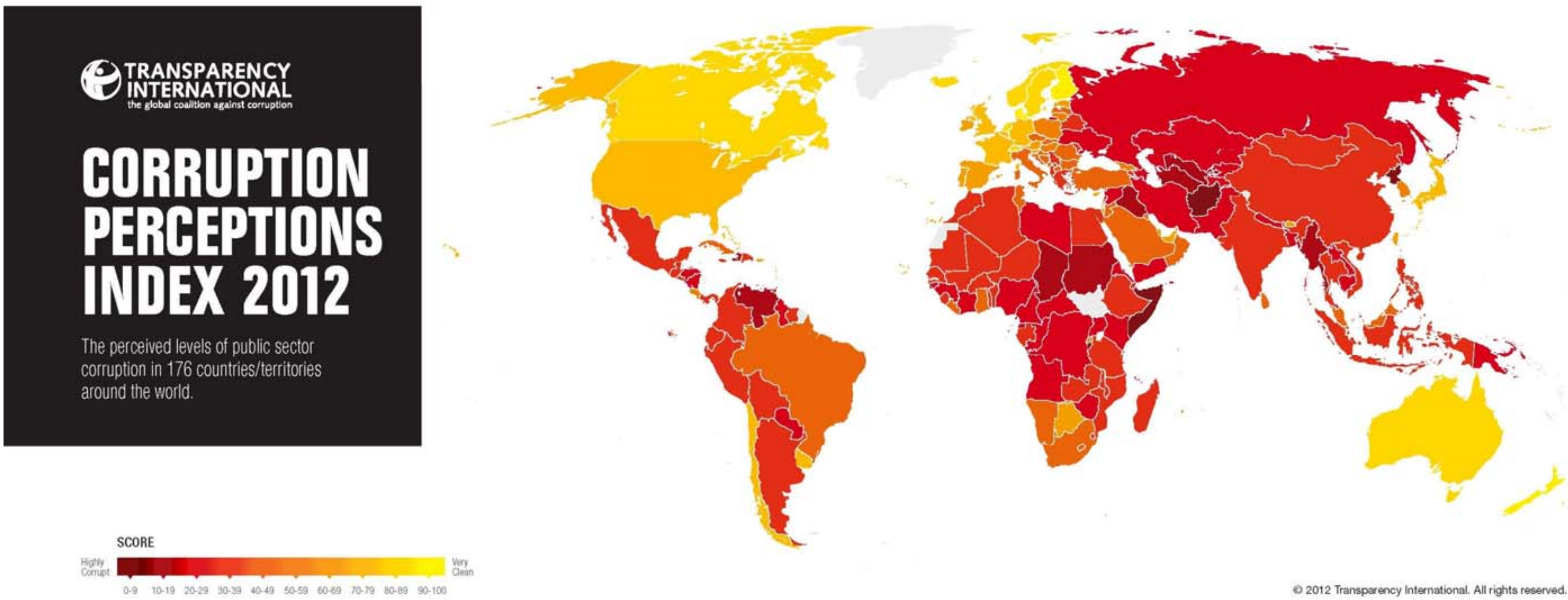

ইফতেখারুজ্জামান

নির্বাহী পরিচালক

ঢাকা, ৫ ডিসেম্বর, ২০১২

দুর্নীতির ধারণাসূচক: কী এবং কেন?

- সরকারি খাতে, বিশেষ করে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দুর্নীতির ব্যাপকতার ধারণা পরিমাপের সূচক, জরীপের জরীপ, যার ভিত্তিতে স্কোর ও অবস্থান
- দুর্নীতি হলো ক্ষমতার অপব্যবহার, একটি বেআইনী কাজ যার সুনির্দিষ্ট তথ্য স্ক্যান্ডাল, তদন্ত বা বিচারিক প্রক্রিয়ায় উন্মোচিত হয়
- দুর্নীতি বা ঘুষের পরিমান অথবা মামলার সংখ্যা, ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের দুর্নীতির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা অসম্ভব
- দেশসমূহের দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য অন্য পদ্ধতির অনুপস্থিতিতে এ ধারণাসূচক ১৯৯৫ সাল থেকে একটি শক্তিশালী অ্যাডভোকেসি মাধ্যম হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত

উপাত্তের উৎস

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত ১৩টি আন্তর্জাতিক জরীপ

সিপিআই ২০১২'র জন্য বাংলাদেশের উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে ৭টি প্রতিষ্ঠান থেকে-

১. বার্টেলসমান ফাউন্ডেশন ট্রান্সফরমেশন ইনডেক্স;

২. ইকোনোমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের কান্ট্রি রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট;

৩. গ্লোবাল ইনসাইটের কান্ট্রি রিস্ক রেটিং;

৪. পলিটিক্যাল রিস্ক সার্ভিসেসের ইন্টারন্যাশনাল কান্ট্রি রিস্ক গাইড,

৫. বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি পারফরমেন্স অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল অ্যাসেসমেন্ট;

৬. ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের এক্সিকিউটিভ অপিনিয়ন সার্ভে;

৭. ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রোজেক্টের রুল অব ল ইনডেক্স,

কোন ধরনের তথ্য ব্যবহার হয়?

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

- সাধারনভাবে দুর্নীতি এবং ঘুষের প্রবণতা;
- স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং সরকারী তহবিল আত্মসাৎ;
- ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার;
- নিম্ন পর্যায় থেকে বড় ধরনের দুর্নীতির ধারণা;
- প্রশাসনিক, বিচারিক, আইন প্রয়োগ এবং কর সংগ্রহের মত সরকারী দায়িত্ব পালনের সময় অবৈধভাবে অর্থ সংগ্রহ;
- সরকারের দুর্নীতিবিরোধী প্রয়াস এবং দুর্নীতিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাফল্য ও সক্ষমতা।

পদ্ধতি

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

- সংগৃহীত তথ্যের সময়কাল: জানুয়ারী ২০১১ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১২ পর্যন্ত
- তুলনামূলক চিত্র প্রদানে সক্ষম এমন উৎসের তথ্যই অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে
- একাধিক বছরের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সবশেষ বছরের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে
- আবাসিক ও অনাবাসিক দেশীয় বিশেষজ্ঞ, ব্যবসায়ী ও ব্যবসা-বিশ্লেষক এবং বিনিয়োগকারী ও বিনিয়োগ বিশ্লেষকদের ধারণা সংগৃহীত হয়েছে
- কোন দেশকে সূচকে অন্তর্ভূক্ত করতে হলে কমপক্ষে তিনটি জরীপ থাকতে হয়

পদ্ধতি

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বার্লিন-ভিত্তিক সচিবালয়ের গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রণীত;
- নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের নির্দেশনা ও পরামর্শ:
    ১. কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ;
    ২. লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সের মেথডোলজি ইনস্টিটিউট;
    ৩. ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট, লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স;
    ৪. ইউরোপীয়ান কমিশন জয়েন্ট রিসার্চ সেন্টার, আইপিএসসি, ইতালী;
    ৫. হার্ভাড বিজনেস স্কুল;
    ৬. ডাউ জোন্স;
    ৭. স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর।

সিপিআই ২০১২ ফল

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

- ০-১০০ স্কেলে এবার বাংলাদেশের স্কোর ২৬। ১৭৬টি দেশের মধ্যে মানের উচ্চক্রম অনুযায়ী ১৪৪তম এবং নিম্নক্রম অনুযায়ী ১৩তম;
- নিম্নক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান গতবারের সমান, উচ্চক্রম বিবেচনায় গত বছরের (১২০তম) তুলনায় ২৪ ধাপ অবনমন;
- এবারের স্কোর ২০১১ সালের তুলনায় ১ পয়েন্ট কম। (গতবার ০-১০ স্কেলে প্রাপ্ত স্কোর ২.৭ এবারের নতুন স্কেলে রূপান্তরিত করে ২৭);
- দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান উচ্চক্রমানুসারে ষষ্ঠ ও নিম্নক্রম অনুসারে দ্বিতীয়। (প্রথম অবস্থান ভূটানের স্কোর ৬৩, বৈশ্বিক অবস্থান ৩৩ এবং সর্বনিম্ন অবস্থান আফগানিস্তানের স্কোর ৮, বৈশ্বিক অবস্থান ১৭৪);
- বৈশ্বিক গড় স্কোর ৪৩ এর তুলনায় একমাত্র ভুটান ব্যতীত দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলো অনেক কম স্কোর পেয়েছে।

সিপিআই ২০১২- দক্ষিণ এশিয়ার ফল

দেশ	সিপিআই ২০১২		সিপিআই ২০১১*		পরিবর্তন	
	স্কোর	অবস্থান/ ১৭৬	স্কোর	অবস্থান/ ১৮৩	স্কোর	অবস্থান
ভূটান	৬৩	৩৩	৫৭	৩৮	+৬.০০	+৫
শ্রীলংকা	৪০	৭৯	৩৩	৮৬	+৭.০০	+৭
ভারত	৩৬	৯৪	২৭	১২০	+৫.০০	১
পাকিস্তান	২৭	১৩৯	২৫	১৩৪	+২.০০	-৫
নেপাল	২৭	১৩৯	২২	১৫৪	+৫.০০	১৫
বাংলাদেশ	২৬	১৪৪	২৭	১২০	-১.০০	-২৪
আফগানিস্তান	৮	১৭৪	১৫	১৮০	-৭.০০	+৬

উচ্চক্রমানুসারে অবস্থান

*২০১১ এর স্কোর ২০১২ স্কেলে রূপান্তর করা হয়েছে।

ন্যূনতম ৩টি উপাত্ত উৎস না থাকায় মালদ্বীপ ২০১২ এর সূচকে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে নি।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সিপিআই ২০১২ ফল- উচ্চ ও নিম্নক্রম

মানের উচ্চক্রম- শীর্ষে অবস্থানকারী			নিম্নক্রম- বাংলাদেশের তুলনায় নীচে		
দেশ	স্কোর	অবস্থান	দেশ	স্কোর	অবস্থান
ফিনল্যান্ড	৯০	১	সোমালিয়া	৮	১৭৪
নিউজিল্যান্ড	৯০	১	উত্তর কোরিয়া	৮	১৭৪
ডেনমার্ক	৯০	১	আফগানিস্তান	৮	১৭৪
সুইডেন	৮৮	৪	সুদান	১৩	১৭৩
সিংগাপুর	৮৭	৫	মিয়ানমার	১৪	১৭২
সুইজারল্যান্ড	৮৬	৬	উজবেকিস্তান	১৭	১৭০
নরওয়ে	৮৫	৭	তুর্কমেনিস্তান	১৭	১৭০
অস্ট্রেলিয়া	৮৫	৭	ইরাক	১৮	১৬৯
নেদারল্যান্ডস	৮৪	৯	ভেনেজুয়েলা	১৯	১৬৫
কানাডা	৮৪	৯	শাদ	১৯	১৬৫

উচ্চ ও নিম্ন অবস্থানে - অন্যান্য দেশসমূহ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

উচ্চক্রমানুসারে তালিকার শীর্ষে-

এশিয়াঃ

হংকং (৭৭/১৪), জাপান (৭৪/১৭), কাতার (৬৮/২৭), ইউএই (৬৮/২৭)

অন্যান্যঃ

আইল্যান্ড (১১), লুক্সেমবার্গ (১২), জার্মানী (১৩), বার্বাডোজ (১৫), বেলজিয়াম (১৬), ইউকে (১৭), ইউএসএ (১৯), উরুগুয়ে (২০), চিলি (২০), ফ্রান্স (২২)।

বাংলাদেশের নীচে অবস্থানপ্রাপ্ত দেশসমূহ

বুরুন্ডি, হাইতি, ইকুয়্যাটরিয়াল গিনি, জিম্বাবুয়ে, লিবিয়া, লাওস, অ্যাঙ্গোলা, তাজিকিস্তান, ক্যাম্বোডিয়া, ইয়েমেন, গিনি, কিরগিজিস্তান, গিনি-বিস্যাউ, প্যারাগুয়ে, ইরিত্রিয়া, পাপুয়া নিউ গিনি, সিরিয়া. কঙ্গো রিপাবলিক, ইউক্রেইন।

উল্লেখযোগ্য - বৈশ্বিক

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

- দুর্নীতি একটি মারাত্মক বৈশ্বিক সমস্যা
  - কোন দেশই ১০০ স্কোর পায়নি;
  - ওইসিডি ভূক্ত অনেক দেশই ৮০ স্কোরের কম পেয়েছে, যেমনঃ জার্মানী, বেলজিয়াম, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, স্পেন এবং ইতালী;
  - ৫০ এর নীচে স্কোর পেয়েছে দুই তৃতীয়াংশ দেশ (১৭৬টি দেশের মধ্যে ১২৪টি দেশ);
  - বৈশ্বিক গড় ৪৩ এর চেয়ে কম স্কোর পেয়েছে ৬৭টি দেশ।
- সুশাসনের অঙ্গীকার ও দুর্নীতির প্রতি শূন্য-সহনশীলতা অপরিহার্য।

উল্লেখযোগ্য - বাংলাদেশ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

- বাংলাদেশের সমান স্কোর পেয়েছে ক্যামেরুন, ইউক্রেইন, কঙ্গো রিপাবলিক, সিরিয়া, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক;
- ২০০১-২০০৫ সাল পর্যন্ত সিপিআই সূচকে বাংলাদেশ পরপর পাঁচ বছর নিম্নে অবস্থান করেছিল;
- নিম্নক্রমানুযায়ী ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০ ও ২০১১ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল যথাক্রমে: ৩, ৭, ১০, ১৩, ১২, এবং ১৩;
- এবছর ১৭৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান উচ্চক্রমানুযায়ী ১৪৪ (২০১১ সালে ১৮৩টি দেশের মধ্যে অবস্থান ছিল ১২০তম);
- ২০১১ সালের তুলনায় কম স্কোর পেয়েছে এরকম ৩১টি দেশের তালিকায় এবং উচ্চক্রমানুসারে অবস্থান হ্রাস পেয়েছে এমন ৫৭টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশ অন্তর্ভূক্ত;
- দক্ষিণ এশিয়ায় একমাত্র আফগানিস্তানের মতই বাংলাদেশের স্কোরের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

ফলাফলের পেছনের কারণসমূহ

এ বছর বাংলাদেশের অবস্থান নিম্নক্রম অনুযায়ী ২০১১ সালের মত একই (১৩তম) হলেও ২৬ স্কোর পেয়ে বৈশ্বিক গড় ৪৩ এর তুলনায় অনেক পিছিয়ে। তাছাড়া বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় সর্বনিম্ন এবং ২০১১ সালের তুলনায় ২৪ ধাপ পিছিয়ে রয়েছে।

দুর্নীতি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়েই রয়েছে

সম্ভাব্য কারণ:

- নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বিপরীতে কার্যকর বাস্তবায়নে ক্রমবর্ধমান ঘাটতি
- পদ্মা সেতু, রেলওয়ে কেলেংকারী, শেয়ার বাজার, হলমার্ক এবং ডেসটিনির মত বহুল আলোচিত দুর্নীতির অভিযোগের বহর
- ক্ষমতাবান কর্তৃক নির্বিচারে জমি-নদী-জলাশয় দখল
- প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উচ্চ পর্যায় এবং ক্ষমতাশালীদের সম্পদের হিসাব প্রকাশ না করা
- দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা এবং কার্যকারিতা হ্রাসের উদ্যোগ

ফলাফলের পেছনের কারণসমূহ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

- উচ্চ পর্যায়ের কিছু দুর্নীতির ব্যাপারে দুদকের বিতর্কিত ভূমিকা/ অবস্থান
- রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যাপক সংখ্যক ফৌজদারী ও দুর্নীতির মামলা প্রত্যাহার
- দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে এবং জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ক্রমান্বয়ে দুর্বলতর হওয়া, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য:
  - বয়কট এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব জর্জরিত সংসদ
  - প্রশাসন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী রাজনীতিকরণ
  - কালো টাকা সাদা করার সুযোগ অব্যাহত
  - সরকারী ক্রয় বিধিমালা দুর্বলতর

এর পরে কী?

- ভয়-ভীতির ঊর্ধ্বে ও পক্ষপাতহীনভাবে দুর্নীতিবিরোধী নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন, অভিযুক্তের/অপরাধীর আইনের ঊর্ধ্বে থাকার সুযোগ বন্ধ করা
- প্রাতিষ্ঠানিক এবং নীতিকাঠামো শক্তিশালীকরণ -
  - আইন করে সংসদ বর্জন বন্ধ করা ও স্থায়ী কমিটিগুলোকে কার্যকর করা;
  - দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করা;
  - তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন এবং উন্মুক্ততার সংস্কৃতির প্রসার;
  - আইন-শৃঙ্খলাসহ সরকারী সকল খাতে নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও কঠোর প্রয়োগ এবং দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবের ঊর্ধ্বে পেশাগত উৎকর্ষতা নিশ্চিত করা;
  - সরকারী ক্রয়ে স্বচ্ছতা;
  - জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদের আলোকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

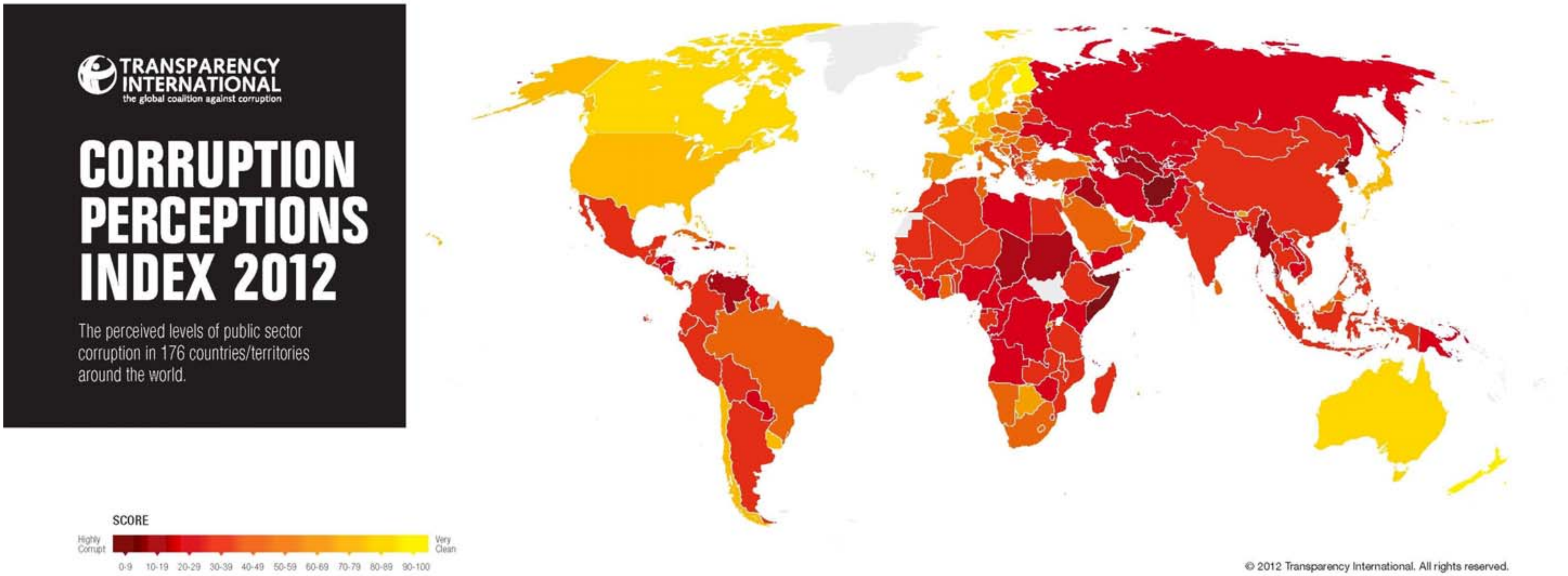

ধন্যবাদ

www.transparency.org/cpi, www.ti-bangladesh.org